যায়যায়দিন

তারিখ ...24 FEB 2008 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

ছেলেমেয়েদের স্কাউটিংয়ে উৎসাহিত করতে হবে

ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠনে স্কাউটিংয়ের ভূমিকা অপরিসীম। স্কাউটিং ছেলেমেয়েদের মধ্যে দায়িত্বশীলতা বাড়িয়ে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখে। সামাজিকীকরণের একটি ভালো ট্রেইনিং হয় স্কাউটসের মাধ্যমে। এটি ছেলে-মেয়েদের সুনাগরিক হতে শেখায়।

গত বছর অনুষ্ঠিত এক জরিপে দেখা গেছে, বিশ শতকের সবচেয়ে প্রভাবশালী মানুষের তালিকায় ১৩তম স্থান লাভ করেছেন রবার্ট ব্যাডেন পাওয়েল। তিনি বৃটিশ সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন। তবে সেনাবাহিনীর হাই অফিশিয়াল হিসেবে নয়, ১৯০৭ সালে স্কাউটস মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেই তিনি এ তালিকায় স্থান পেয়েছেন। বিশ্বের ২১৬টি দেশে বর্তমানে প্রায় ২৮ মিলিয়নেরও বেশি স্কাউটস রয়েছে। এ থেকেই ব্যাডেন পাওয়েল ও তার মতবাদের প্রভাব বোঝা যায়।

স্কাউটস আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ব্যাডেন পাওয়েলের জন্মবার্ষিকীকে স্কাউটস দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। গত শুক্রবার ২২ ফেব্রুয়ারি ছিল স্কাউটস দিবস। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় দফতর থেকে শুরু করে প্রতিটি ইউনিটই বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে।

এ সাব-কন্টিনেন্টে ১৯২০ সালে স্কাউটিং শুরু হয়। এ অঞ্চলে এর সাফল্য দেখে আইসিএস অফিসার গুরুসদয় দত্ত গঠন করেন ব্রতচারী সংঘ। পরবর্তী সময়ে মুসলিম জাতীয়তাবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে কামরুল হাসান গঠন করেন মুকুল ফৌজ। পাকিস্তান আমলে এ অঞ্চলে ছিল ইস্ট পাকিস্তান বয়-স্কাউটস অ্যাসোসিয়েশন। তখন মুকুল ফৌজ ও গার্লস গাইড নামে মেয়েদের একটি সংগঠনও ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে প্রেসিডেনশিয়াল অর্ডারে ইস্ট পাকিস্তান কেটে দিয়ে নতুন নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ বয় স্কাউটস অ্যাসোসিয়েশন। পরবর্তী সময়ে মেয়েদের এতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ স্কাউটস নাম রাখা হয়।

বাংলাদেশে স্কাউটসের কেন্দ্রীয় অফিস ঢাকার কাকরাইলে অবস্থিত। ১৯৮২ সালে এটি স্থাপিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১০ লাখ স্কাউটস রয়েছে। এ দেশে স্কাউটিং আন্দোলন বিকাশের পেছনে অনেকেরই অবদান রয়েছে। প্রিন্সিপাল সাইদুর রহমানসহ তদানীন্তন সমাজের অনেক অগ্রণী ব্যক্তির সহায়তায় এটি বিকশিত হয়েছে আমাদের দেশে। ঢাকায় তৈরি হয়েছে স্কাউটস ভবন। আজ এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংগঠন।

স্কাউটস আন্দোলন পৃথিবীর বৃহত্তম আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শৃঙ্খলা, সাংগঠনিক ক্ষমতা, ঐক্য ও বিপদ-আপদ মোকাবেলার ট্রেইনিং দেয়ার মাধ্যমে স্কাউটস আন্দোলন এ পর্যায়ে এসেছে। স্কাউটিংয়ের মোটো হচ্ছে 'বি প্রিপেয়ার্ড' অর্থাৎ তৈরি থাকো। ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প ও অন্যান্য ছোট-বড় বিপদ-দুর্বিপাক মোকাবেলায় পূর্ব-প্রস্তুতির দরকার আছে। এ পূর্ব প্রস্তুতির ট্রেইনিং স্কাউটসের মাধ্যমে সব ছেলে-মেয়েকেই দেয়া উচিত। আমাদের কিশোর-কিশোরীদের স্কাউটসের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে পারলে সমাজ ও দেশের মানুষের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা অনেক বাড়বে। ভবিষ্যতে তারা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে।

বিশ্ব জুড়ে স্কাউটিং আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এখন এর প্রয়োজনীয়তা ধীরে ধীরে অনুভব করছে ইওরোপিয়ান ও আমেরিকানরা। আমেরিকায় প্রায় ১ কোটি ১০ লাখ রেজিস্টার্ড মেম্বার রয়েছে। এছাড়া বৃটেনে স্কাউটস আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে। বৃটেনের উৎসাহী কিশোর-কিশোরীদের যত্নের সঙ্গে বাছাই করে স্কাউটস আন্দোলনে তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে।

আমাদের ছেলে-মেয়েদের আত্মবিশ্বাসী ও সুশৃঙ্খল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য স্কাউটিংয়ের প্রতি উৎসাহী করতে হবে। স্কাউটস আন্দোলনে অবদান রাখা ব্যক্তিদের যথাযথ স্বীকৃতি দিতে হবে। স্কাউটিংয়ে উৎসাহী করতে এবং বাংলাদেশে এ আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার রকার আছে।

ন্তানকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য স্কাউটিং হতে পারে একটি ার্যকর ট্রেইনিং। এ ট্রেইনিং যাতে দেশের সব ছেলে-মেয়ে পায় সে জন্য সবার [illegible]